সংবাদ

AUG 05 2002

সম্পাদকীয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনুন

সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের গণরোষের মুখে বিতাড়িত হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং প্রক্টর। তবে যাওয়ার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক কলঙ্কের ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন দু'জন। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এ দু'জন পদত্যাগ করেছেন— খবরটি এভাবেই পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তবে যতদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে ততদিন ২৩শে জুলাইয়ের রাত একটি কালো রাত এবং উপাচার্য আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর নজরুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকালের দু'জন ঘৃণিত কর্মকর্তা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।

পরিস্থিতির যেভাবে অবনতি ঘটছিল এবং ভিসি ও প্রক্টর যেভাবে পুলিশ ও ছাত্রদল দিয়ে শিক্ষক এবং সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পিটিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তাতে ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করেই সরকার হস্তক্ষেপ করেছে। আমরা মনে করি, দেরিতে হলেও সরকারের হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগেই পরিস্থিতি সামাল দেয়ার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। দাবি যদি যথার্থ হয় এবং সরকার যদি জনমতকে ন্যূনতম গুরুত্ব দেয় তাহলে 'ফায়দা লোটার মোটিভহীন' আন্দোলনের শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে, সেটাই গণতন্ত্র। ২৩শে জুলাই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ শামসুন্নাহার হলে পুলিশ পাঠিয়ে যে অপরাধ করেছে সেটা কোন সাধারণ অপরাধ নয়। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে একদল বর্বরের মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। এ কারণেই আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক জোরটা ছিল প্রশ্নাতীত। সেই নৈতিক জোরই সরকারকে এগিয়ে আসতে বাধ্য করেছে। এক্ষেত্রে বিজয়টা শুধু সাধারণ ছাত্রছাত্রী বা নৈতিকতার নয়, বিজয়টা গণতন্ত্রেরও। এটাই গণতন্ত্রের শক্তি। ভিসি, প্রক্টর বিতাড়িত হয়েছে অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ফিরিয়ে নেয়ার প্রথম পূর্বশর্ত পূরণ হয়েছে। এখন কর্তব্য হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা। তার জন্য এখানকার প্রশাসনকে একসঙ্গে অনেকগুলো কাজ করতে হবে বলে আমরা মনে করি। প্রথম কাজটি হবে ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে যেসব মামলা হয়েছে বিনা শর্তে সেসব মামলা প্রত্যাহার করা। দ্বিতীয় কাজটি হবে শামসুন্নাহার হল থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ছাত্রী এবং ছাত্রত্বহীন সরকারি ও বিরোধীদলীয় নেত্রীদের বিতাড়িত করা। তৃতীয় কাজটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত রাখা। চতুর্থ কাজটি হচ্ছে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনকে অবাধে কাজ করতে দেয়া। এর একমাত্র পূর্বশর্ত হচ্ছে তদন্ত কমিশনের ওপর কোন রকম চাপ প্রয়োগ করা চলবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর কোন মহল থেকেই যেন ভয়ভীতি দেখানো বা হুমকি না দেয়া হয় সেটা নিশ্চিত করা এবং নিশ্চিত করতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই।

আমাদের মনে রাখা দরকার, সাবেক উপাচার্য আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিশ্বাস এবং আস্থাকে ভেঙে খান খান করে দিয়েছে। কারণ যাদের দায়িত্ব হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের রক্ষা করা, যাদের 'গার্ডিয়ানশিপে' ছাত্রছাত্রীদের হলে পাঠিয়ে অভিভাবকরা নিশ্চিত থাকেন তারাই যখন ছাত্রী হলে রাতের অন্ধকারে পুলিশ ও দলীয় কর্মী লেলিয়ে দিতে পারে নিজের সঙ্কীর্ণ ব্যক্তি এবং দলীয় স্বার্থে, তখন এটা স্বাভাবিক যে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের আস্থা বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনের প্রথম এবং মৌলিক কাজটিই হবে এ আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। পুরনো রাস্তা ধরে এগোলে সেটা কোনদিনই সম্ভব নয় এবং আস্থা ফিরিয়ে আনতে না পারলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক অবস্থাও ফিরে আসবে না। আমরা আশা করব, নতুন প্রশাসন এ পথেই এগোবে।